বেসরকারী শিক্ষকদের

বেতন/ভাতা প্রসঙ্গে

বার বার শুধু সরকারী উৎস হতে আশ্বাস পেয়ে আসছি যে, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী মাসিক ভিত্তিতে সরকারী বেতন/ভাতা পাবেন। কিন্তু অদ্যাবধি তা কার্যকরী হয়নি। এমনিতেই আমরা স্বল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত মাসিক বেতনাদি পাই না, অনেক সরকারী বেতন/ভাতাও তিন মাস অন্তর আমাদের জোটে। তখন আমাদের অবিভক্তনার অন্ত থাকেনা। মাস পর মাস পর পর যেখানে, সেখানে বেতনাদি দিতে পারেন, সেখানে মাসিক ভিত্তিতে উক্ত অর্থ করতে কি যে অসুবিধা তা বিভিন্ন বক্তব্যে শিক্ষক সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন, আমাদের বেতন/ভাতা যে হারে এবং অনির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করা হয় এতে সামাজিক মূল্যবোধ যে কতটুকু থাকে তা মাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। এবারের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় মোট সারাদেশ বিপর্যস্ত, সংগে শিক্ষক সমাজও দিশেহারা। আশা করব অতীতের নিয়মকানুন বাদ দিয়ে মাসিক ভিত্তিতে সরকারী প্রাপ্য বরাদ্দ করা হবে। সরকারী কর্মচারীদের ১০% ভাগ হারে মহার্ঘভাতা জুলাই থেকে দেয়া হচ্ছে। তা আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। বর্তমান বাজারে আমাদের অবস্থা সংকট নিরসনকল্পে যাতে ১৯ হতে বকেয়া ভাতা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে মাসিক ভিত্তিতে ১০% ভাগ মহার্ঘ্য ভাতা করা হয় তারজন্য জোর চাকরি থেকে মাসিক ভিত্তিতে সেন্টে মাসেই প্রাপ্য। বেতন বকেয়া করার পর মাত্র ১টি কিস্তিতে আমাদের দেয়া হয়।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীবৃন্দের আর্থিক দিক বিবেচনা করে এবার থেকে যেন বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট আগের দেয়ও প্রদান করা হয়, তার জন্যও কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাই।

শিশুরঞ্জন বণিক
প্রধান শিক্ষক/সম্পাদক
বোয়ালী উচ্চবালিকা বিদ্যালয়
ডাকঘর-কালীগঞ্জ।
জেলা-নারায়ণগঞ্জ।

তারিখ ... 12-00:: 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... ২ ...